Kumudini CARES

Kumudini Bulletin

September-December 2016

কুমুদিনী বুলেটিন

সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৬

অশ্রুসিক্ত নয়নে শ্রদ্ধা-ভালোবাসায় রণদা কন্যা মিসেস জয়া পতিকে শেষ বিদায়

Tearful Farewell to Mrs Joya Pati on Her Passing Away

Last respects being paid to Mrs Joya Pati, former Managing Director of KWT, by people from all walks of life as her mortal remains are kept on a stage at Kumudini Complex on 17 December, 2017.

মির্জাপুরে গত ১৭ ডিসেম্বর সর্বস্তরের মানুষ অশ্রুসিক্ত নয়নে চির বিদায় জানালেন কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সাবেক ম্যানেজিং ডিরেক্টর দানবীর রণদা প্রসাদ সাহার কনিষ্ঠা কন্যা প্রয়াত মিসেস জয়া পতিকে। গত ৯ ডিসেম্বর লন্ডনের বার্নেট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৮৪ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। তাঁর জন্ম ১৯৩২ সালে ১২ সেপ্টেম্বর। গত ১৭ ডিসেম্বর দুপুরে লন্ডন থেকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস-এর একটি বিমানে করে জয়া পতির মরদেহ শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আসে। পরে সেখান থেকে তাঁর মরদেহটি গুলশানে কুমুদিনীর কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে শুভানুধ্যায়ী, সিভিল সোসাইটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, ভারতেশ্বরী হোমসের প্রাক্তন ছাত্রীগণ, কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সর্বস্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও আত্মীয়-স্বজন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সমবেত হন। তাঁকে দেখতে এসে অনেকে শোকাভিভূত হয়ে পড়েন।

People from all walks of life from Mirzapur bid a tearful farewell to the former Managing Director of KWT Mrs Joya Pati on 17 December 2016. She was the youngest daughter of philanthropist R P Shaha. She passed away while under treatment at Barnet Hospital in London on 9 December 2016. She was 84. She was born on 12 September in 1932. Her mortal remains were brought to Dhaka on a flight of Bangladesh Biman at noon on 17 December. From the airport her dead body was taken to the Gulshan Office of KWT. Her friends, well wishers, elites of the civil society, former students of Bharateswari Homes, officers and employees of KWT and relatives gathered to pay their last respects. On seeing her remains many became very emotional.

বিকাল সোয়া চারটার দিকে একটি বেসরকারি হেলিকপ্টারে করে মিসেস পতির মরদেহ মির্জাপুরে কুমুদিনী মাঠে পৌছালে সেখানে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। মরদেহটি গ্রহণ করেন স্বর্গীয়ার একমাত্র পুত্র মহাবীর পতি, ভ্রাতুষ্পুত্র রাজীব প্রসাদ সাহা, জামাতা সুরাজু দত্ত, কুমুদিনী হাসপাতালের পরিচালক ডা. দুলাল চন্দ্র পোদ্দার, হাসপাতাল সুপারিনটেনডেন্ট ডা. প্রদীপ কুমার রায় প্রমুখ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের পরিচালক বর্ষীয়ান অভিভাবক প্রতিভা মুৎসুদ্দিসহ কুমুদিনীর শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধানগণ। মিসেস জয়া পতির মরদেহ মাঠে একটি সুসজ্জিত মঞ্চে রাখা হলে এলাকার বর্তমান ও সাবেক সাংসদ, পৌরসভার মেয়রসহ কাছের ও দূর-দূরান্তের শত শত নারী পুরুষ একনজর দেখতে আসেন এবং শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

বিকাল ৫টায় মিসেস পতির মরদেহ কুমুদিনী হাসপাতালের সামনে রাখা হয়। সেখানে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন স্বর্গীয়ার কন্যা ডা. ঝুমুর পতি, পুত্র মহাবীর পতি, ভ্রাতুষ্পুত্র রাজীব প্রসাদ সাহা, জামাতা সুরাজু দত্ত, ভ্রাতৃবধু শ্রীমতী সাহা ও পরিবারের স্বজন প্রতিভা মুৎসুদ্দি। এরপর একটি উন্মুক্ত গাড়িতে জয়া পতির মরদেহ তোলা হয়। এ সময় ভারতেশ্বরী হোমসের ছয় ড্রিল ক্যাপ্টেন কুমুদিনীর পতাকা হাতে এস্কর্ট করে মরদেহসহ গাড়িটিকে নিয়ে কুমুদিনী কমপ্লেক্স প্রদক্ষিণ করে। রাস্তার দুপাশে সে সময়ে কমপ্লেক্সের সর্বস্তরের মানুষ ফুল ছিটিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শেষে মরদেহটি ভারতেশ্বরী হোমসের গেটে পৌছালে ছাত্রী সংসদের সহসভানেত্রী ও সাধারণ সম্পাদক পাইলট করে মাঠ ভর্তি ছাত্রীদের সমাবেশের মাঝখান দিয়ে হোমসের শ্যামল আঙ্গিনায় নিয়ে যায় এবং ফুলে ফুলে সাজানো একটি মঞ্চে রাখা হয় শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য। সেখানে টাঙ্গাইল-৭ আসনের সাংসদ আলহাজ্ব মো. একাব্বর হোসেন, টাঙ্গাইল জেলা পরিষদের নবনির্বাচিত প্রশাসক ফজলুর রহমান ফারুক, টাঙ্গাইল জেলা প্রশাসক মাহবুব হোসেন, পুলিশ সুপার মাহবুব আলম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. মাসুম আহম্মেদ, আইসিডিডিআরবি মির্জাপুর শাখা শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শ্রদ্ধা নিবেদনের এই পর্যায়ে একে একে আসে কুমুদিনী পরিবারের চতুর্থ প্রজন্মের সন্তান নীলা, জয়া, রুদ্র, ঋদ্ধি ও রাহী। সবশেষে ভারতেশ্বরী হোমসের অধ্যক্ষা ও হোমসের ছাত্রীদের পক্ষে চৌকস একটি দল মিসেস পতিকে গার্ড অব অনার প্রদান করে এবং পুষ্পস্তবকের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

সন্ধ্যার পর মিসেস জয়া পতির মরদেহ তাঁর পৈতৃক বাড়িতে নেয়া হয় এবং তাঁর শেষ ইচ্ছানুযায়ী মন্দির প্রাঙ্গণে মায়ের পাশে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।

গত ১৯ ডিসেম্বর মির্জাপুরের পৈতৃক বাড়িতে বিপুলসংখ্যক নরনারীর উপস্থিতিতে মিসেস জয়া পতির শ্রাদ্ধকার্য সম্পন্ন হয়। ●

On 17 December at 4:15 in the afternoon her remains arrived at the grounds of Kumudini Complex, Mirzapur on board a private helicopter. The remains were received by her son Mahabir Pati, nephew Rajiv Prasad Shaha, son-in-law Suraju Dutta, Director Kumudini Hospital Dr Dulal Chandra Podder and Hospital Superintendent Dr Pradip Kumar Roy. Director KWT Ms Protiva Mutsuddy and head of the educational and welfare organizations of KWT were also present. Her remains were kept on a stage where the former and present Member of Parliament of the area, Municipal Mayor as well as hundreds of men and women from far and wide paid their last respects.

At 5 in the evening her remains were kept in front of Kumudini Hospital. Mrs Pati's daughter Dr Jhumur Pati, son Mahabir Pati, nephew Rajiv Prasad Shaha, son-in-law Suraju Dutta, wife of her brother Mrs Srimati Shaha and Ms Protiva Mutsuddy paid their last respects. Thereafter her coffin was put on an open carriage which paraded around Kumudini Complex. People standing on the two sides of the road showered flower petals on the coffin as a mark of respect to the departed soul. Lastly her coffin was taken to the grounds of Bharateswari Homes and placed on a stage for all to pay their respects. Over there the MP of Tangail-7 Alhajj Md Akabbar Hossain, the newly elected Administrator of Tangail Zila Parishad Fazlur Rahman Farooq, DC Tangail Mahbub Hosssain, SP Tangail Mahbub Alam, Upazila Nirbahi Officer Md Masum Ahmed and Mirzapur Branch of ICDDRB paid their last respects. This was followed by the fourth generation of Kumudini family which included children Nila, Joya, Rudra, Ridi and Rahi. Finally Principal of Bharateswari Homes followed by a smartly turned contingent of students of Bharateswari Homes presented a guard of honour and placed floral wreaths as a mark of respect.

After sunset her remains were taken to her parental home and as per her last wish the cremation was completed alongside her mother at the temple premises.

On 19 December in presence of hundreds of men and women the final rituals in connection with her cremation was observed. ●

Photo Feature

The Last Journey Of Mrs Joya Pati

Her mortal remains being carried on arrival at the grounds of Kumudini Complex at Mirzapur.

Near and dear ones paying homage.

Remains on the stage.

A member of the fourth generation of Philanthropist R P Shaha pays his respect.

Students of Bharateswari Homes advancing with a floral wreath.

Teachers from all the institutions located at Kumudini Complex showering flower petals.

The funeral procession

মিসেস জয়া পতির মৃত্যুতে শোক ও প্রার্থনা সভা

Condolence and Prayer Meeting at the Passing Away of Mrs Joya Pati

Teachers, students and employees of Mirzapur University College stand in silence in the college premises as a mark of respect to Mrs Joya Pati.

মিসেস জয়া পতির মৃত্যু সংবাদ পৌছার পরপরই কুমুদিনী পরিবারের শুভানুধ্যায়ীদের মাঝে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। তাঁর মহাপ্রয়াণের পরের দিন ১০ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে আটটায় মির্জাপুরে ভারতেশ্বরী হোমসের মাঠে এক প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে কুমুদিনীর সেবামূলক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সভার শুরুতে মিসেস পতির কর্মময় জীবনের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়। পরে পবিত্র চার প্রধান ধর্মগ্রন্থ থেকে অংশবিশেষ পাঠ শেষে নীরব প্রার্থনার মাধ্যমে তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করা হয়।

মির্জাপুর বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের পক্ষ থেকে গত ১১ ডিসেম্বর কলেজ চত্বরে মিসেস জয়া পতির স্মরণে এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অধ্যক্ষ সালাহ উদ্দিন আহমেদ মিসেস পতির কর্মময় জীবনের ওপর আলোচনা করেন। এছাড়া একই দিন মির্জাপুর বাজারের সর্বশ্রেণির ব্যবসায়ীবৃন্দ কালো ব্যাজ ধারণ করে স্ব-স্ব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সামনে দাঁড়িয়ে নিরবতা পালনের মাধ্যমে মিসেস পতির প্রতি শোক ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

ধামরাইয়ের শ্রীশ্রী যশোমাধব মন্দিরে গত ১৬ ডিসেম্বর মন্দির পরিচালনা কমিটির উদ্যোগে মিসেস জয়া পতির মৃত্যুতে এক শোক ও প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হয়। উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ধামরাইয়ের যশোমাধবের ঐতিহ্যবাহী রথটি পুড়িয়ে দেয়। রথটি ছিল রণদা প্রসাদ সাহার প্রাণের অধিক প্রিয়। স্বাধীনতার পর এর বিকল্প হিসেবে একটি ছোট আকারের রথ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়। এ সময় বিচারপতি দেবেশ চন্দ্র ভট্টাচার্যকে সভাপতি করে গঠিত হয় মন্দির পরিচালনা কমিটি। কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের পক্ষ থেকে তখনকার ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিসেস জয়া পতি পিতা রণদা প্রসাদ সাহার স্মৃতি রক্ষার্থে যশোমাধব মন্দির প্রাঙ্গণটি পুনঃনির্মাণ করেন। মিসেস পতির আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিচারপতি দেবেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য ১৩৯৪ বঙ্গাব্দের ২৯ ফাল্গুন সেটি উদ্বোধন করেন। ●

As the news of passing away of Mrs Joya Pati reached, it cast a pale of gloom on the well wishers of Kumudini family. On 10 December the day following her passing away a prayer meeting was arranged in the grounds of Bharateswari Homes at Kumudini Complex, Mirzapur. The meeting was attended by the students, teachers, officers and employees of all the educational institutions and service organizations of KWT as well as respectable personalities of the area. At the beginning of the meeting discussion took place on the life and works of Mrs Joya Pati. This was followed by recitation from the four holy books seeking divine blessings for the departed soul.

On behalf of Mirzapur University College a condolence meeting was arranged on 11 December. At the meeting Principal Salah Uddin Ahmed spoke on the life and works of Mrs Joya Pati. On the same day members of the business community of Mirzapur affixed black badges and stood in silence for sometime in front of their business houses as a mark of respect to Mrs Pati.

A condolence and prayer meeting was arranged on 16 December by the managing committee of the Sri Sri Joshomadhab Temple of Dhamrai in remembrance of Mrs Joya Pati. It may be mentioned that during our liberation war the Pakistan Army had burnt down the historic chariot of Joshomadhab Temple. This chariot was very dear to philanthropist R P Shaha. After independence a small chariot was established as a replacement. At that time a temple management committee was formed with Justice Debesh Chandra Bhattacharya as the convener. The then MD of KWT Mrs Joya Pati rebuilt the temple as a memory to her father philanthropist R P Shaha. On request from Mrs Pati the temple was inaugurated by Justice Debesh Chandra Bhattacharya on 29 Falgun 1394 Bangla year. ●

দানবীর রণদা প্রসাদ সাহার ১২০তম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপিত

120th Birth Anniversary of Philanthropist Ranada Prasad Shaha Observed

Emeritus Professor Anisuzzaman speaking as the chief guest of the remembrance programme held at RPSU, Narayanganj.

কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা দানবীর রণদা প্রসাদ সাহার ১২০তম জন্ম-জয়ন্তী বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় উদ্‌যাপিত হয়েছে গত ১০ নভেম্বর মির্জাপুরে কুমুদিনী কমপ্লেক্সে এবং ১৭ নভেম্বর নারায়ণগঞ্জে রণদা প্রসাদ সাহা বিশ্ববিদ্যালয় (আরপিএসইউ) প্রাঙ্গণে।

মির্জাপুরের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকাস্থ নটরডেম কলেজের অধ্যক্ষ ফাদার হেমন্ত গোমেজ এবং আরপিএসইউ'র অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।

মির্জাপুরের কর্মসূচি : এখানে জন্ম-জয়ন্তী অনুষ্ঠানের সূচনা হয় ১০ নভেম্বর ভারতেশ্বরী হোমসের ছাত্রীদের প্রভাত সঙ্গীত পরিবেশনার মাধ্যমে। এর আগে ৯ নভেম্বর রাতে ছাত্রীরা দানবীরের পৈতৃক বাড়ির আঙ্গিনায় নান্দনিক আলপনা এঁকে সেটিকে নানা বর্ণের ফুলে সাজিয়ে তোলে।

মির্জাপুরে জন্মদিনের অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে ছিল কুমুদিনী মহিলা মেডিকেল কলেজ ও কুমুদিনী নার্সিং কলেজের ছাত্রীদের রক্তদান, মধ্যাহ্নে দরিদ্র নারায়ণ সেবা, প্রদীপ প্রজ্জ্বালন, ভারতেশ্বরী হোমসের ছাত্রীদের দৃষ্টিনন্দন শরীর চর্চা ও প্রার্থনা সভা। এ উপলক্ষে কুমুদিনী হাসপাতালের রোগীদের মধ্যে বিশেষ খাবার পরিবেশন করা হয়।

The 120th birth anniversary of philanthropist Rai Bahadur R P Shaha was observed with a lot of fervour and enthusiasm both at Kumudini Complex, Mirzapur and in the campus of Ranada Prasad Shaha University (RPSU) at Narayanganj on 10 and 17 November respectively.

The chief guests at the ceremonies at Mirzapur and Narayanganj were Principal of Notre Dame College Father Hemanto Gomez and Emeritus Professor Anisuzzaman of Dhaka University respectively.

Programme at Mirzapur : The programme at Mirzapur began with the rendering of songs in the early morning by the students of Bharateswari Homes. Earlier on the night of 9 November the students decorated the ancestral home of R P Shaha with flowers and floor paintings alpana.

The programme included voluntary blood donation by the students of Kumudini Women's Medical College and Kumudini Nursing College, lighting of candles, physical display by the students of Bharateswari Homes and prayer meeting. On this occasion the patients at Kumudini Hospital were provided improved diet.

মির্জাপুর গ্রামবাসী তাদের কৃতী সন্তান রায় বাহাদুর দানবীর রণদা প্রসাদের জন্মতিথিটি পালন করেন গ্রামের 'রণদা নাটমন্দির'-এ তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে। এ উপলক্ষে এলাকার বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, রণদা প্রসাদের জীবনভিত্তিক রচনা প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিজয়ীদের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কার বিতরণ করেন ফাদার হেমন্ত গোমেজ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন দানবীরের পুত্রবধু শ্রীমতী সাহা এবং একমাত্র পৌত্র রাজীব প্রসাদ সাহা।

Vow to carry forward the light of education and knowledge lit by Ranada Prasad Shaha.

দিবসটি স্মরণে মির্জাপুর প্রেসক্লাবে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

নারায়ণগঞ্জের অনুষ্ঠান: গত ১৭ নভেম্বর রণদা প্রসাদ সাহা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এ স্মরণসভার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. মনীন্দ্র কুমার রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নটরডেম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ফাদার বেঞ্জামিন, ভাষা সৈনিক প্রতিভা মুৎসুদ্দি, দৈনিক ইত্তেফাকের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক তাসমিমা হোসেন, সাবেক রাষ্ট্রদূত আনোয়ার হোসেন বুলু, সাবেক সচিব ড. খন্দকার শওকত হোসেন, সাবেক আইজিপি আব্দুল হান্নান খান, আরপিএসইউ'র ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান রাজীব প্রসাদ সাহা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে তাঁরা প্রত্যেকে আলোচনায় অংশ নেন। আলোচনা শেষে অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

আলোচনা সভায় বক্তারা দানবীর রণদা প্রসাদ সাহার হত্যাকারীদের খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। বক্তারা দানবীরের জীবনাদর্শকে অনুসরণ করার জন্য বর্তমান প্রজন্মের প্রতি আহ্বান জানান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের কণ্ঠে পরিবেশিত 'আগুনের পরশমনি ছোঁয়াও প্রাণে' এ রবীন্দ্রসঙ্গীতটির মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। শুভেচ্ছা বক্তব্য পাঠ করেন প্রভাষক নাঈমা সিদ্দিকী।

The villagers of Mirzapur observed the day at the Ranada Natmandir and paid their respects through garlanding the portrait of R P Shaha. Different schools of the area organized painting competition, essay writing competition and cultural competition in observance of the day. Father Hemanto Gomez distributed prizes among the winners while daughter-in-law of the philanthropist Srimati Shaha and grandson Rajiv Prasad Shaha were present.

In observance of the day a discussion and cultural programme was arranged at Mirzapur Press Club.

Programme at RPSU, Narayanganj : The chief guest of the remembrance programme organized in the campus of RPSU was eminent educationist and Emeritus Professor Anisuzzaman of Dhaka University.

The programme was presided over by the Vice Chancellor of RPSU Prof Dr Manindra Kumar Roy. Among others VC of Notre Dame University Father Benjamin, Editor in Charge of Daily Ittefaq Tasmima Hossain, former Ambassador Anwar Hossain Bulu, former Secretary Dr Khandker Shawkat Hossain, former IGP Abdul Hannan Khan, Chairman of RPSU Trustee Board Rajiv Prasad Shaha, Trustee Protiva Mutsuddy and Trustee Srimati Shaha were present. All the above mentioned personalities spoke on the occasion. A cultural programme was staged on conclusion of the speeches.

Those participating in the discussion demanded apprehension of the killers of R P Shaha and their exemplary punishment. They asked the new generation to build their future following the principles of R P Shaha.

The programme began with rendering of a Tagore song by the students of RPSU. Naima Siddiqi a lecturer of RPSU delivered the address of welcome.

The chief guest Prof Anisuzzaman said that R P Shaha became great through hard labour and intellect and not through the strength of wealth. His contribution in the field of education and health was immense. RPSU had been established to keep the memory of R P Shaha alive. University is the place where knowledge is generated. He said that this university is not for assimilating teachings only but for obtaining knowledge in the true sense. And for this one requires a creative mind. Prof Anisuzzaman hoped that RPSU

প্রধান অতিথি অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, রণদা প্রসাদ সাহা বড় হয়েছেন শ্রম ও মেধার শক্তিতে; বিত্তের জোরে নয়, চিত্তের জোরে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে তাঁর দান অপরিমেয়। তিনি বলেন, তাঁর স্মৃতি জাগরুক রাখার জন্য রণদা প্রসাদ সাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। নতুন জ্ঞানের উদ্ভাবন হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়টি শুধু পাঠ অর্জনের জন্য নয় বরং প্রকৃত জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর এ জন্য সৃষ্টিশীল মনোভাব প্রয়োজন। অধ্যাপক আনিসুজ্জামান আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়টি একসময় দেশের সেরা বিশ্বদ্যিালয়ে পরিণত হবে। তিনি বলেন, আর পি সাহা একটি অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত। তাঁর জীবনী পড়ে নতুন প্রজন্ম অনেক কিছুই জানতে পারবে এবং তাঁকে অনুসরণের মাধ্যমে সমাজে অনেক অবদান রাখতে পারবে।

ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান রাজীব প্রসাদ সাহা বলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়কে সেরা বিশ্ববিদ্যালয় করতে যা যা করার আমরা সবই করব। এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে আমরা আপনাদের আশীর্বাদ, সহযোগিতা ও দিক্ নির্দেশনা কামনা করি। দাদুর স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে আমরা বদ্ধপরিকর।

দৈনিক ইত্তেফাকের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক তাসমিমা হোসেন বলেন, রণদা প্রসাদ যা আয় করেছেন তা মানুষের কল্যাণে ব্যয় করেছেন। এই মানুষটির আদর্শকে ধরে রেখেছেন কুমুদিনীর বর্তমান প্রজন্মের সদস্যরা। তাঁর মতো দানবীর আমাদের দেশে দ্বিতীয়টি জন্ম নেয়নি। ধর্মের কারণে এমন রত্নকে আমরা হারিয়েছি।

Offering floral wreath at the portrait of R P Shaha in the Varsity premises.

নটরডেম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ফাদার বেঞ্জামিন বলেন, বাংলাদেশের ইতিহাসে রণদা প্রসাদ সাহা মানবকল্যাণমূলক কাজের জন্য বিখ্যাত। এই মহান মানুষটির জন্মতিথিতে তাঁকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি।

প্রাক্তন সচিব ড. শওকত হোসেন বলেন, আর পি সাহা মির্জাপুরে না জন্মালে মির্জাপুরের পরিচয় ম্লান হতো। তাঁর নামের এই বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়ন জুড়ানো সবুজের মমতা জড়িয়ে আছে। তাঁর জনহিতৈষিপনার জন্য আমরা তাঁকে স্মরণ করতে পারি, জনসেবার অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারি।

অবসরপ্রাপ্ত আইজিপি আব্দুল হান্নান খান তাঁর বক্তব্যে আরপিএসইউ সম্পর্কে বলেন, নারায়ণগঞ্জ শহরে লক্ষ্মীর পাশে সরস্বতীর বাস হয়েছে। তিনি বলেন, এখানকার পরিবেশটা আমাদের শান্তিনিকেতনের কথা মনে করিয়ে দেয়।

would one day become the premier university in the country. He also said that R P Shaha is an example to be followed and studying his lifestyle, one would be able to enlarge ones knowledge and contribute to the society.

The Chairman of the Board of Trustees of RPSU Rajiv Prasad Shaha said that in order to transform this university into a premier one we would do everything that is necessary. To reach that goal he sought cooperation, guidance and blessings from all. He also said that he was committed towards fulfilling the dream of his grandfather.

Editor in Charge of daily Ittefaq Tasmina Hossain said that whatever R P Shaha had earned he gave away all for the welfare of the people. R P Shaha's family is upholding his principles. Such a philanthropist like him was never born in this country. We lost a gem like him only because of his religion.

Vice Chancellor of Notre Dame University Father Benjamin said that R P Shaha is famous in the history of Bangladesh for his contribution in the field of services to the humanity. I remember this great man with much respect on his birth anniversary.

Former Secretary to the Government Dr Showkat Hossain said that if R P Shaha were not born in Mirzapur than Mirzapur would not have come to the limelight. His name is entangled with the greenery of this university. We can remember him for services to the humanity and gather inspiration in doing such work.

Retired IGP Abdul Hannan said that in Narayanganj along with goddess Luxmi we can also find goddess Saraswati. He also said that the environment at RPSU reminds me of Tagore's Shantiniketan.

Former Ambassador Anwar Hashim questioned whether in the last 120 years we could get another

প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত আনোয়ার হাশিম বলেন, গত ১২০ বছরে আমাদের দেশে কি তাঁর মতো আরেকজন আর পি সাহা তৈরি হয়েছে? প্রসঙ্গক্রমে তিনি রণদা প্রসাদ সম্পর্কে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর এই উদ্ধৃতিটির উল্লেখ করেন- A poor man became a millionaire and the millionaire voluntarily became a poor man, spending his all in the service of humanity.... . মি. হাশিম তাঁর বক্তৃতায় আরো উল্লেখ করেন, তৎকালীন বাংলার গভর্নর লর্ড ক্যাসি ১৯৪৪ সালের ২৭ জুলাই কুমুদিনী হাসপাতাল উদ্বোধন করতে কলকাতা থেকে পূর্ব বাংলার প্রত্যন্ত গ্রাম মির্জাপুরে যান। তাঁর এই সফরের কারণ সম্পর্কে তিনি উদ্বোধনী ভাষণের এক পর্যায়ে বলেন- 'I have come here today because I feel that this hospital affords a high example of what can be done when the initiative, enterprise and public spirit of one man (R P Shaha) are directed towards the welfare and well-being of the community'. মি. হাশিম ভাষণে রণদা প্রসাদের সান্নিধ্যে তাঁর ব্যক্তিগত অনেক স্মৃতির উল্লেখ করেন।

অধ্যক্ষা প্রতিভা মুৎসুদ্দি দানবীর রণদা প্রসাদের বিদেহী আত্মার উদ্দেশ্যে বলেন, 'তোমার কীর্তিকে আমরা রক্ষা করে যাব, আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ।' বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'তোমাদের একমাত্র চাওয়া আরপিএসইউ-কে তোমরা দেশের সেরা উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবে।' মিস মুৎসুদ্দি বলেন, রণদা প্রসাদ ছিলেন বিশাল হৃদয়ের মানুষ। তিনি শুধু দানবীরই ছিলেন না কর্মবীরও ছিলেন। তিনি রণদা প্রসাদ হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্ত ও হত্যাকারীদের উপযুক্ত শাস্তি দাবি করেন।

ভিসি অধ্যাপক ড. মনীন্দ্র কুমার রায়ের সভাপতির ভাষণের মধ্য দিয়ে প্রথম পর্বের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। তিনি কুমুদিনী ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা দানবীর রণদা প্রসাদ সাহার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ছিল প্রভাষিকা তামান্না মরিয়মের পরিচালনায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী অবন্তিকা ভট্টাচার্যের উপস্থাপনায় আরপিএসইউ'র ছাত্রছাত্রীদের পরিবেশিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ●

personality like R P Shaha. He said that this is what Huseyn Shaheed Suhrawardy had written about R P Shaha "A poor man became a millionaire and the millionaire voluntarily became a poor man spending his all in the service of humanity….." Mr Hasim also said that on 27 July 1944 the then Governor of Bengal Lord R G Casey travelled from Kolkata to a remote village like Mirzapur in East Bengal to inaugurate Kumudini Hospital. In his speech Lord Casey explained the reason for his coming to Mirzapur as " I have come here today because I feel that this hospital affords a high example of what can be done when the initiative, enterprise and public spirit of one man (R P Shaha) is directed towards the welfare and well-being of the community". Mr Hashim also spoke of his personal experience with R P Shaha.

Principal Protiva Mutsuddy while speaking pledged her commitment in upholding the works of R P Shaha. She asked the students of RPSU to strive hard so that RPSU transforms into one of the best institutions of the country. She said the R P Shaha was a man with a big heart. He was not only a philanthropist but also a very hard worker. She expected the killers of R P Shaha would get exemplary punishment on completion of investigation and trial.

The 1st phase of the programme ended with the speech of the VC RPSU Prof Dr Manindra Kumar Roy. He prayed for the salvation of the departed soul of R P Shaha and concluded the programme.

The 2nd phase comprised of a cultural programme participated by the students of RPSU. The programme was conducted by lecturer Tamanna Marium and presented by Abantika Bhattacharya, a student. ●

Students of RPSU performing dance.

জয়াপতি ঃ এক নিবেদিত সমাজসেবীর প্রতিকৃতি

মেরিনা চৌধুরী

১০ ডিসেম্বর শনিবার, ২০১৬। অন্য সাধারণ দিনের মতোই সকালে পত্রিকা নিয়ে বসি। শোক সংবাদের পাতায় একটি চোখ পড়তে অবাক হয়ে যাই। মনে হল আমার চোখের ভুল। তাই আবার ভালো করে ছবিটি দেখে ও নিচের ক্যাপশন পড়ে বুঝতে পারি, না চোখের ভুল নয়-এ সত্য, ধ্রুব সত্য। আমি কি এ রকম একটা সংবাদের জন্য প্রস্তুত ছিলাম? না, কখনোই নয়। কিছুতেই মন থেকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। পত্রিকাটি হাতে নিয়ে দু:খে-কষ্টে, বিস্ময়ে-বেদনায় স্তব্ধ হয়ে বসে থাকি। ছবিটি জয়া পতির। ৯ ডিসেম্বর শুক্রবার ২০১৬ তারিখে লন্ডনের একটি হাসপাতালে বাংলাদেশ সময় বেলা ৩টা ৩০ মিনিটে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। মৃত্যু বিধাতার দান কিন্তু কিছু মৃত্যু আছে যা শুধু পরিবারকে নয় শোকে আচ্ছন্ন করে ও কাঁদায় বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে। তখন বিধাতার কাছে আর্জি জানাতে ইচ্ছা হয়- কেন এ সত্য? আর একটু পরমায়ু কেন দিলে না? কেন তোমার এ কৃপণতা। এ রকম এক আবেগ আমার মনে কাজ করে- নিবেদিত প্রাণ, নিভৃতচারী সমাজকর্মী জয়াপতির মহাপ্রয়াণে।

উপমহাদেশের প্রখ্যাত দানবীর এবং কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা ও মির্জাপুর গ্রামের প্রাণপুরুষ রায়বাহাদুর রণদা প্রসাদ সাহার (আর পি সাহা) ছোট মেয়ে ছিলেন প্রয়াত জয়া পতি। পরবর্তীতে তিনি একাধারে কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং নারী জাগরণের অন্যতম বিদ্যাপীঠ ভারতেশ্বরী হোমসের সাবেক অধ্যক্ষ ছিলেন। এছাড়া তিনি ছিলেন সফল নারী উদ্যোক্তা। নারীদের আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন, আত্মপ্রত্যয়ী ও স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তুলতে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। একদিন যে আমাকে তাঁর স্মৃতিচারণ করতে হবে তা কোনও দিন চিন্তাও করতে পারিনি।

গত শতাব্দীর পঞ্চাশ দশকের শেষার্ধে তাঁর সাথে আমার স্বামীর সূত্রে পরিচয়। আমার স্বামী প্রয়াত ডা. এম হালিম চৌধুরী একদিন বিকালে জয়া পতির সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। বলেন- দিদি, মিসেস চৌধুরী। ডা. চৌধুরী কুমুদিনী হাসপাতালের রেডিওলজি বিভাগের প্রধান ছিলেন। প্রথম দর্শনেই আমি মুগ্ধ। শ্বেত পাথরের মতো গাত্রবর্ণ, পান পাতার আদলের মুখশ্রীতে টানা টানা ডাগর দুটি চোখ। হাঁটু ছাড়ানো কালো চুলে তাঁকে দেবী প্রতিমার মতোই লাগছিল। স্নিগ্ধ হাস্যে দু'হাত বাড়িয়ে সস্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরেন। সুদীর্ঘ দিন মির্জাপুরে ছিলাম কিন্তু তার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হই নি। সুখে-দু:খে আপদে-বিপদে সব সময় আমার পাশে ছিলেন।

মনে পড়ে পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি যখন মির্জাপুরে এসেছিলাম তখন প্রতিষ্ঠানটির স্বর্ণযুগ। দেশি-বিদেশি ডাক্তার, নার্স ও শিক্ষক কুমুদিনী হাসপাতাল ও ভারতেশ্বরী হোমসকে অলংকৃত করে রেখেছিল। আমি কুমুদিনী হাসপাতাল বা ভারতেশ্বরী হোমসের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম না কিন্তু নিজ পরিবারের সদস্য হিসেবে দিদি যে কোনও উৎসব, অনুষ্ঠানে আমাকে ডেকে নিতেন। জেঠিমাও (মিসেস পতির মা) আমাকে সস্নেহে কাছে টেনে নেন। তিনি আমাকে 'মায়া' বলে ডাকতেন। স্নেহময়ী, মমতাময়ী এই মানুষটির ঋণও আমি শোধ করতে পারব না। কোলকাতা থেকে যখন আসতেন তখন নিজ পরিবারের সবার সাথে আমার জন্যও উপহার নিয়ে আসতেন। তিনি এলে তাঁর কাছেই আমার সময় কেটে যেত। জেঠিমার রান্নার হাত ছিল দারুণ। ভারতেশ্বরী হোমস থেকে বাসায় ফেরার পথে আমার বাসার সামনে এসে দিদি ডাকতেন- মিসেস চৌধুরী মা খেতে বলেছে, তাড়াতাড়ি চলে আসুন। তিনি আমাকে মিসেস চৌধুরী বলেই সম্বোধন করতেন। কখনও নাম ধরে বা তুমি বলেও সম্বোধন করেন নি। এই সম্মানটুক আমাকে দিয়েছেন।

Dr Bishnupada Pati and Mrs Joya Pati with daughter Jhumur on her lap.

রবি ও স্বপন দার্জিলিংয়ে পড়তো। ছুটিতে এলে আমার বাসায় ডা. চৌধুরীর সঙ্গে বেশিরভাগ সময় কাটাতো। পঞ্চাশ দশকের শেষে দিদির বিয়ে হয় ডা. পতির সঙ্গে। ডা. বিষ্ণুপদ পতি কুমুদিনী হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন। লাজুক, শান্ত, বিনয়ী স্বভাবের মানুষটিকে দিদি ভালোবেসে ফেলেন। অত:পর বিয়ে। সুখী দম্পতি ছিলেন তাঁরা।

বিয়ের পর দিদি ডাক্তার কোয়ার্টারে আসেন। কাছে ব্যস্ততার মাঝেও অবসর সময় বের করে তাঁর বাসায় আমাদের ডাকতেন। দিদির রান্নার হাতও ভাল ছিল। সেখানে খাওয়া শেষে হাসি গল্পে জমে উঠত আড্ডা। জমজমাট আড্ডা। দিদির বাসা ছাড়াও কখনো আমার বাসায় কখনো পুকুর ঘাটে আড্ডা দেয়া হত। আমার বাসা ছাড়া আর কোনো বাসায় দিদি যেতেন না। মাঝে মাঝে বড়দি (বিজয়াদি), শওকত ভাই এলে আড্ডায় শরিক হতেন। নানা রকম খাবারের

আয়োজন হত। কিন্তু মিস প্রতিভা মুৎসুদ্দির পছন্দের খাবার ছিল খোসাসহ আলুর তরকারি। আমাকেও তিনি আলু খেতে অভ্যাস করান। এছাড়া কখনো কখনো পিকনিকে যাওয়া হতো। বজরায় চড়ে ধামরাইয়ের রথ দেখতে যাওয়ার আনন্দই ছিল অন্যরকম। একুশে ফেব্রুয়ারির ভোরে মির্জাপুর স্কুলের শহীদ মিনারে ফুল দিতে যেতাম। সব কিছু হতো দিদির নেতৃত্বে। আহা:, কী আনন্দ উল্লাসে কেটে যেত সেই দিনগুলো। জীবনে যে আছে দু:খ, আছে বেদনা, আছে সংগ্রাম জানাই ছিল না।

১৯৬১ সালে ডা. চৌধুরী পোস্ট গ্রাজুয়েশন করার জন্য লন্ডনে চলে গেলে আমি দেশে চলে যাই। ১৯৬৪ সালে ডা. চৌধুরী ফিরে এলে আবার মির্জাপুরে আসি। এর কিছুদিন পর দিদি লন্ডনে জামাইবাবুর কাছে চলে যান। মাঝে কয়েক বছরের বিরতি। দিদি দূরে চলে গেলেও যোগাযোগ রাখতেন। চিঠি লিখতেন, কার্ড ও ফটো পাঠাতেন। দিদি ফিরে আসেন ষাট দশকের শেষে। এই সময় রবির বিয়ে হয়। রবির বিয়ের অনুষ্ঠানটি ছিল রাজকীয়। টোপর মাথায় রবিকে লাগছিল রাজপুত্রের মত। বর আসে ঘোড়ায় চড়ে ও বধু পালকিতে। সে এক মনোরম দৃশ্য। মাথায় মুকুট ও টায়রা পরা সোনা মোড়ানো ও লাল টুকটুকে বেনারসি জড়ানো নববধু (শ্রীমতী) যখন পালকি থেকে বের হয়ে এলো তখন পুতুলের মতো অপরূপ মুখশ্রীর বধুটিকে দেখে বিস্ময়ে কিছু সময় চেয়ে থাকি। দিদির ইচ্ছায় নববধুকে নিয়ে আসা হয় ভারতেশ্বরী হোমসে। বধুর পাশে বসেন জেঠিমা আর তাঁদের ঘিরে আমরা। বড়দি, ছোটদি, অঞ্জু, মঞ্জু, রঞ্জু, পুতুল, উমা, সব ডাক্তারের মিসেস ও শিক্ষিকারা। আরো ছিলেন মিসেস হামিদ। টাঙ্গাইল কুমুদিনী কলেজের অধ্যক্ষা (বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর শাশুড়ি)। এসব ছবি আমার অ্যালবামে স্মৃতি হয়ে আছে।

রাজীবের জন্মের পর শ্রীমতী অসুস্থ হয়ে পড়ে। দিদির সে কি উৎকণ্ঠা। তাঁর অক্লান্ত সেবাযত্নে শ্রীমতী সুস্থ হয়। কাছ থেকে না দেখলে দিদির এই সেবিকারূপ অজানাই থেকে যেত। সদালাপী দিদির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল অসীম ধৈর্য, অটুট মনোবল, আর দুর্জয় সাহস। এই সাহস নিয়ে তিনি '৭১-এ পাকিস্তানি আর্মির মোকাবেলা করেছেন।

১৯৭১-এ রাজনৈতিক অঙ্গনে অস্থিরতার কারণে দিদি দেশে থেকে যেতে বাধ্য হন। '৭১-এর ২৫ মার্চ পাকিস্তানি আর্মি তাদের প্রভুত্ব কায়েম করতে তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার ও আলবদরের সহায়তায় নিরীহ, নিরস্ত্র, অসহায় ও নিরপরাধ জনগণের উপর নির্মম, পৈশাচিক, অমানবিক, বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞ চালায়। তাদের এই হত্যাযজ্ঞ ঢাকায় সীমাবদ্ধ থাকেনি। আস্তে আস্তে সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। মির্জাপুর গ্রামটিও বাদ যায়নি। মির্জাপুর গ্রামের রাজাকার ও আলবদর বাহিনীর প্রধান মাওলানা ওয়াদুদ তাদের সহযোগিতা করে। এল মির্জাপুর গ্রামের সেই রক্তাক্ত দিন ৭ মে শুক্রবার। ঐ দিন পাকিস্তানি আর্মি মির্জাপুর গ্রামটি ঘিরে ফেলে। যাতে কেউ গ্রাম ছেড়ে পালাতে না পারে। সকাল থেকেই হানাদার

*(**L-R**) Mrs Marina Chowdhury, Mrs Joya Pati and Ms Protiva Mutsuddy paying respects to the martyrs of language movement at the Shaheed Minar at Bharateswari Homes.*

বাহিনী ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়ার পাশাপাশি গোলাবর্ষণ শুরু করে। গোলার আঘাতে শত শত মানুষ আহত ও নিহত হয়। গুলিবিদ্ধ মানুষের করুণ আর্তনাদ শোনা যাচ্ছিল আর হাসপাতালের ভেতর অসহায় আমরা কানে হাত চাপা দিয়ে বুকের ভেতর একটা চাপা আতংকে সময় কাটাই। কেউ বের হওয়ার সাহস পায়নি। নরপিশাচরা গুলি করেই ক্ষান্ত হয়নি। যারা জীবিত ছিল তাদের লৌহজং নদীতে ফেলে দেয়। সন্ধ্যার কিছু আগে গোলাবর্ষণ থেমে গেলে দিদি বের হয়ে ডাক্তার, শিক্ষক ও কর্মচারীদের সাথে নিয়ে ক্যাম্পাসের বাইরে যান। যেখানে আহত ও নিহত মানুষগুলো পড়ে ছিল। সন্ধ্যার আলো-আঁধারিতে সবায় ছুটে যায় আহত ও নিহত মানুষদের কাছে। তাদের দেহ স্পর্শ করে যাদের শ্বাস ছিল তাদের হাসপাতালে এনে চিকিৎসা দেয়া হয়। দিদির সেই দু:সাহসিক নেতৃত্ব সত্যি অবাক হওয়ার মতো ছিল। ঐ দিনেই নারায়ণগঞ্জ থেকে কুমুদিনীর প্রাণপুরুষ দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা (আর পি সাহা) ও তাঁর ছেলে ভবানী প্রসাদ সাহা (রবি) অপহৃত হন। সংবাদটি মির্জাপুরে পৌঁছালে হাসপাতাল ও হোমসের সবাই নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে দারুণ উৎকণ্ঠিত ও আতংকিত হয়। কারণ তাদের ভরসার মানুষটিই তো ছিলেন আর পি সাহা। এদিকে ক্যাম্পাসে পাক আর্মিদের আনাগোনা বেড়ে যায়। রোগী ও হোমসের মেয়েদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে দিদি তাদের বাড়ি পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেন। তারা চলে গেলে যে ক্যাম্পাস মানুষের কোলাহলে থাকত মুখরিত সেখানে নেমে আসে মৃত্যুর নিস্তব্ধতা।

আমরা, ডা. হাফিজুর রহমান, ডা. কে সি সাহা, ডা. অখিল সাহা আর দিদির ছায়াসঙ্গী হিসেবে ছিলেন মিস প্রতিভা মুৎসুদ্দি। সেই সময় শওকত ভাই পালিয়ে গেলে বড়দি (বিজয়াদি) ও তার মেয়ে পুতুল এখানেই ছিল। পাকিস্তানি আর্মি ক্যাম্পাসে এলেই পুতুল, ডা. কে সি সাহা, ও ডা. অখিল সাহাকে আমাদের বাসায় লুকিয়ে রাখা হতো। এভাবেই দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল। আর পি সাহার অবর্তমানে এরপর দিদি পিতার স্বপ্নের প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখতে ও সেবাকাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষে তিনি কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং দক্ষতার সাথে পরিচালনা করেন। তৎকালীন বাস্তবতায় কোনও নারীর জন্য এ কাজ অত্যন্ত কঠিন ছিল কিন্তু ইচ্ছাশক্তি ও প্রচণ্ড মনোবল থাকলে মানুষ যে অসাধ্য সাধন করতে পারে দিদি সেটাই প্রমাণ করেছেন।

ট্রাস্ট পরিচালনার পাশাপাশি বাবা ও ভাইকে খুঁজে পাওয়ার জন্য দিদি উদয়াস্ত প্রচেষ্টা চালান। রাও ফরমান আলি থেকে শুরু করে আর্মি কোয়ার্টার, বিদেশী দূতাবাস, রেডক্রসসহ সব জায়গায় বাবা ও ভাইয়ের জীবন রক্ষার জন্য আবেদন জানিয়ে ঘুরেছেন। এ কাজ করতে গিয়েও তাঁকে নানা বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এমনকী স্বাধীনতার পর ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গেও দেখা করেন। তাঁর সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

এদিকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাসপাতাল ক্যাম্পাসে আনাগোনা বেড়ে যাওয়ায় আমাদের এক একটি দিন কাটে আতংকের মধ্যে। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিক মুক্তিবাহিনীর কার্যক্রম জোরদার হলে আমাদের মনে সাহস আসে। সেই সময় দিদি সুকৌশলে আর্মির সঙ্গে যেমন স্বাভাবিক আচরণ বজায় রাখেন তেমনি মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য ও আহত মুক্তিযোদ্ধাদের গোপনে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। বলা বাহুল্য, সব কিছু করেছেন আর্মি ও গোয়েন্দা বাহিনীর সার্বক্ষণিক নজরদারি এড়িয়ে।

ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে একদিন রাতে পাকিস্তানি বাহিনীর প্রায় ৩০০ জনের একটি দল হাসপাতালে আসে এবং খাবার দিতে বলে। সেই সময় হাসপাতাল ও হোমসে লোক কম থাকায় স্টোরে বেশি খাবার মজুদ ছিলনা। তখন দিদি সবাইকে (যারা ছিলাম) ডেকে অনুরোধ করেন- আপনাদের ঘরে যা যা খাবার (চাল ডাল আলু) আছে নিয়ে আসুন। আমাদের যার যেটুকু ছিল তা দিয়ে আর্মিদের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। হানাদারদের চলে যাবার কিছুক্ষণ পর একদল মুক্তিযোদ্ধা আসে। তাদের কাছে জানতে পারি-যাদের আমরা আপ্যায়ন করেছি আসলে তারা রণাঙ্গন থেকে পিছু হটছিল। একথা শুনে আমরা সবাই প্রাণ খুলে হেসে উঠি। অবরুদ্ধ নয়মাস পর প্রথম হাসি। ১৩ ডিসেম্বর মির্জাপুর শত্রুমুক্ত হয়।

স্বাধীনতা লাভের পর বাবার আদর্শের ও স্বপ্নের প্রতিষ্ঠানকে সময়ের সাথে ও প্রয়োজনে গতিশীল করতে দিদি তাঁর ভালবাসা সততা ও পরিশ্রম দিয়ে উন্নয়নের শীর্ষে দাঁড় করিয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটি আজ কেবল কুমুদিনী হাসপাতাল, ভারতেশ্বরী হোমস ও নার্সিং স্কুলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, নানা শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত। ১৯৭৫ সালে আমরা মির্জাপুর ছেড়ে বিদেশ চলে যাই। স্বভাবতই দিদির সাথে যোগাযোগ কমে যায়। দিদির সঙ্গে দেখা আমার মেয়ের বিয়েতে। দিদি, জামাইবাবু, মিস মুৎসুদ্দি সবাই এসেছিলেন। এরপর আমার স্বামীর মৃত্যুর খবর জেনে ফোন করেন। কান্নাজড়িত কণ্ঠে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন- মন খারাপ করবেন না। প্রয়োজনে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

আবার দিদির সঙ্গে দেখা শীলু আবেদের স্মরণ সভায়। আমায় দেখে মঞ্চ থেকে নেমে এসে আগের মতই জড়িয়ে ধরেন। দুজনে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ি। সেই শেষ দেখা। বেশ কয়েক বছর পর দিদির ফোন - বলেন আমরা চন্দনের উত্তরার বাসায় আছি, কিছুদিনের মধ্যেই চলে যাব। এলে খুব খুশি হব। সেটাই শেষ কথা। কি কারণে যেন যাওয়া হয়নি-সেই কষ্ট আজও আছে। আবার অসুস্থতার কারণে দিদির শেষকৃত্যেও শরিক হতে পারলামনা, দিদি আমার অনিচ্ছাকৃত অপরাধটুকু ক্ষমা করে দিও।

তুমি চলে গেলেও আমরা যেমন তোমায় কোনদিন ভুলতে পারবনা, তেমনি তুমি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে তোমার ভালোবাসার প্রতিষ্ঠানটিতে।

শেষে বিনম্র শ্রদ্ধায় বলি-

যেখানেই থাকো, ভালো থেকো। ●

কুমুদিনীর সেবামূলক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্শা বার্নিকাট

US Ambassador Marcia Bernicat Visits Welfare Institutions of Kumudini

US Ambassador Marcia Stephens Bloom Bernicat and USAID Mission Director Janina Jaruzelski receiving embroidery gifts made by Kumudini Handicrafts.

গত ২২ নভেম্বর বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্শা স্টিফেনস ব্লুম বার্নিকাট মির্জাপুরে দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা প্রতিষ্ঠিত কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সেবামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন করেন। তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন ইউএসএইড-এর মিশন ডাইরেক্টর জেনিনা জেরুজালেস্কি এবং আঞ্চলিক আইন কর্মকর্তা এলেক্সিস টেলর-প্রেনাডস।

সফরকারী দলটি কুমুদিনী উইমেন্স মেডিকেল কলেজ এন্ড হাসপাতালের বি পি পতি হলে অনুষ্ঠিত ফেস্টুলা রোগীদের জন্য 'নিরাপদ অস্ত্রোপচার' শীর্ষক সেমিনারে যোগ দেন। 'ইউএস আর্মি প্যাসিফিক কমান্ড' এর মেডিকেল টিম উপস্থাপিত উক্ত সেমিনারে কুমুদিনী হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজের ডাক্তার ও অধ্যাপকগণ ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র ও এনজেন্ডারহেলথ বাংলাদেশ-এর স্ত্রীরোগ, সার্জারি, এনেসথেসিয়া, পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞগণ অংশ নেন। তিনদিনব্যাপী এ সেমিনারটি ২১ নভেম্বর শুরু হয় এবং শেষ হয় ২৩ নভেম্বর।

২২ নভেম্বর সকাল ৯টা নাগাদ রাষ্ট্রদূত মার্শা বার্নিকাট ও সফরসঙ্গীরা কুমুদিনী কমপ্লেক্সে পৌঁছালে কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাজীব প্রসাদ সাহা, ট্রাস্টের দুই পরিচালক অধ্যক্ষা প্রতিভা মুৎসুদ্দি ও শ্রীমতী সাহা, কুমুদিনী উইমেন্স

The US ambassador in Bangladesh Marcia Stephens Bloom Bernicat visited the welfare activities of Kumudini Welfare Trust at Kumudini Complex, Mirzapur on 22 November 2016. USAID Mission Director Janina Jaruzelski and Regional Legal Officer Alexis Taylor-Granados accompanied the ambassador during her visit.

The visiting delegation attended a seminar on "Safe Operation" for the fistula patients at the B P Pati Hall of Kumudini Women's Medical College & Hospital (KWMC). A medical team from the US Army Pacific Command participated in the seminar. In addition to the doctors and professors of KWMC, specialists in the field of gynecology, surgery, anesthesia, and family planning from the United States and Engenderhealth, Bangladesh also attended the seminar. The three day seminar began on 21 November and concluded on 23 November.

The delegation on arrival at Kumudini Complex at 9:00 in the morning was received by MD KWT Rajiv Prasad Shaha, Directors of KWT Srimati Shaha and

মেডিকেল কলেজের পরিচালক ডা. দুলাল চন্দ্র পোদ্দার ও প্রিন্সিপাল অধ্যাপক ডা. মো. আবদুল হালিম, মেডিকেল কলেজ, নার্সিং স্কুল ও কলেজ এবং ভারতেশ্বরী হোমসের ছাত্রী-শিক্ষক-শিক্ষিকা-কুমুদিনী পরিবারের সদস্যগণ তাঁদের স্বাগত জানান।

সেমিনারে বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রদূত মার্শা বার্নিকাট, রাজীব প্রসাদ সাহা, অধ্যাপক ডা. এম এ হালিম, ডা. দুলাল চন্দ্র পোদ্দার, জেনিনা জেরুজালেস্কি, কুমুদিনী নার্সিং কলেজের প্রিন্সিপাল রীনা ক্রুজ প্রমুখ।

মার্কিন রাষ্ট্রদূত তাঁর বক্তৃতায় বলেন, 'দানবীর রণদা প্রসাদ সাহার প্রতিষ্ঠিত কুমুদিনী হাসপাতাল ও অন্যান্য সেবা প্রতিষ্ঠানগুলো একেকটি বাংলাদেশের রত্নখচিত প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানগুলো অসাধারণ কাজ করে যাচ্ছে। সন্তানের প্রতি মায়ের যে দায়িত্ব সেরকম দায়িত্ব নিয়েই এখান থেকে সেবা কাজ চালানো হচ্ছে।' রাষ্ট্রদূত আরো বলেন, 'এখানকার নিয়ম-শৃঙ্খলা, নারী শিক্ষার পরিবেশ ও চিকিৎসার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে যা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি।' কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের প্রশংসা করে বার্নিকাট বলেন, 'এসব কারণেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কুমুদিনী পরিবারের পরম বন্ধু।'

সেমিনার শেষে রাষ্ট্রদূত মার্শা বার্নিকাট কুমুদিনী হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড পরিদর্শন শেষে ভারতেশ্বরী হোমসের মেয়েদের পরিবেশিত মনোজ্ঞ ডিসপ্লে উপভোগ করেন। ●

Protiva Mutsuddy. Among others Director KWMC Dr Dulal Chandra Podder, Principal Prof M A Halim, teachers , students of Medical College, Nursing School & College and members of Kumudini family welcomed the guests.

The seminar was addressed by ambassador Marcia Bernicat followed by Rajiv Prasad Shaha, Prof M A Halim, Dr Dulal Chandra Podder, Janina Jaruzelski and Principal Kumudini Nursing College Sister Rina Cruze.

The ambassador in her speech described each of the institutions set up by R P Shaha as a jewel. The institutions are doing an immense job. The institutions are providing services as a mother would provide the same to her children. She was very happy to see the discipline, medical services provided as well as the environment prevailing in respect of women's education. She praised KWT and said that for these reasons USA is a very good friend of Kumudini.

On conclusion of the seminar the ambassador went round different wards of the hospital and finally witnessed a physical display performed by the students of Bharateswari Homes. ●

সুইডেনে কুমুদিনী প্রতিনিধিদলের হ্যারিডা মিউনিসিপ্যাল অ্যাডাল্ট এডুকেশন সেন্টার পরিদর্শন

কুমুদিনী হাসপাতালের পরিচালক ডা. দুলাল চন্দ্র পোদ্দারের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল আমন্ত্রিত হয়ে সুইডেনের ওটেনবার্গে হ্যারিডা মিউনিসিপ্যাল অ্যাডাল্ট এডুকেশন সেন্টার পরিদর্শন করেন। তাদের সফরের সামগ্রিক ব্যয় বহন করে সেদেশের হ্যারিডা কম্যুনিটি সেন্টার।

গত ৪ নভেম্বর থেকে ১২ নভেম্বর পর্যন্ত নয় দিনের এই সফরে দলনেতা ডা. দুলাল চন্দ্র পোদ্দার ছাড়া অপর চার সদস্যরা ছিলেন কুমুদিনী নার্সিং কলেজের প্রিন্সিপাল সিস্টার রীনা এম ক্রুজ, উক্ত কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল শেফালী রানী সরকার, ভারতেশ্বরী হোমসের সিনিয়র টিচার ঘোষ প্রশান্ত কুমার ও সিনিয়র টিচার সুচিত্রা তালুকদার।

উল্লেখ্য, ঢাকায় ২০১৫ সালের ২৭ অক্টোবর কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ও হ্যারিডা অ্যাডাল্ট এডুকেশন-এর মধ্যে সম্পাদিত স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচি সংক্রান্ত দুই বছর মেয়াদি একটি সমঝোতা স্মারক চুক্তির আওতায় আলোচ্য সফরটি কার্যকর হয়। সেই বছর ২৫-৩১ অক্টোবর পর্যন্ত হ্যারিডা অ্যাডাল্ট এডুকেশন-এর পক্ষ থেকে গ্যাব্রিয়েলা হলবার্গের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সফর করেন। অপর দুই সদস্যরা হলেন ঘাদা শাত্রি ও জামিল মুস্তফা। উক্ত সমঝোতা চুক্তিটিতে স্বাক্ষর করেন কুমুদিনীর পক্ষে ডা. দুলাল চন্দ্র পোদ্দার ও হ্যারিডা অ্যাডাল্ট

Delegation From Kumudini Visits Harryda Municipal Adult Education Centre In Sweden

In response to an invitation a five member delegation from Kumudini led by Dr Dulal Chandra Podder paid a visit to Harryda Municipal Adult Education Centre at Gothenburg in Sweden. The total cost of the visit was borne by Harryda Community Centre.

The nine days long visit took place from 4 to 12 November 2016. The other members of the delegation were Principal Kumudini Nursing College Sister Rina Cruze, Vice Principal Shefali Rani Sarker, Senior Teacher of Bharateswari Homes Ghosh Prasanta Kumar and Senior Teachor Shuchitra Talukdar.

The visit took place in light of the MoU signed at Dhaka on 27 October 2015 between KWT and Harryda Adult Education. The MoU having a validity of two years included programmes and exchange of delegation in health, education and cultural affairs. In 2015 a three member delegation from Harryda led by Gabriella Hallberg visited Kumudini from 25 to 31 October. The other two members of the delegation were Ghada Shati and Jamil Mustafa. The MoU was signed by Dr Dulal Chandra Podder and Gabriella Hallberg on behalf of KWT and Harryda respectively.

এডুকেশনের পক্ষে গ্যাব্রিয়েলা হলবার্গ। সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের পর সুইডিশ প্রতিনিধিদলটি মির্জাপুর কুমুদিনী কমপ্লেক্স, কুমুদিনীর ঢাকা অফিস ও নারায়ণগঞ্জে রণদা প্রসাদ সাহা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পরিদর্শন করেন।

After signing the MoU the Swedish delegation visited Kumudini Complex, Mirzapur, Kumudini Dhaka Office and Ranada Prasad Shaha University (RPSU) at Narayanganj.

Members of delegation from Kumudini led by Dr Dulal Chandra Podder with the officials of Harryda Adult Education Centre in Sweden.

কুমুদিনীর প্রতিনিধি দলটি হ্যারিডা মিউনিসিপ্যাল অ্যাডাল্ট এডুকেশন সেন্টার পরিদর্শন করার পাশাপাশি সেখানকার সায়েন্স সেন্টার, বৃদ্ধাশ্রম, প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, দূরারোগ্য রোগী নিবাস Hospice ইত্যাদি পরিদর্শন করে প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করে। প্রতিনিধিদলের সদস্যগণ প্রত্যক্ষ করেন যে, সমাজের প্রতিটি নাগরিকের জন্য সুইডিশ সরকার পর্যাপ্ত মানবিক সুবিধা প্রদান করে থাকে। সেদেশের সমাজকল্যাণ বিভাগ অত্যন্ত ক্ষমতাধর এবং দীনদরিদ্র নাগরিকদের প্রতি যথেষ্ট যত্নশীল।

সফরকারী দলের সদস্যগণ সুইডেনে বিভিন্ন সেমিনার সিম্পোজিয়ামে অংশ নেন। কুমুদিনীর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে দলপতি বক্তব্য রাখেন। কুমুদিনীর কর্মকাণ্ডের ওপর স্লাইড শো প্রদর্শিত হয়। তাছাড়া তারা একাধিক প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নেন।

সফর কর্মসূচির শেষ পর্যায়ে হ্যারিডা অ্যাডাল্ট এডুকেশন এবং কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট উভয় পক্ষ পারস্পরিক স্বাস্থ্য-শিক্ষা-সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচি অব্যাহত রাখার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। অবশেষে এ সম্পর্কে উভয় পক্ষের মধ্যে একটি স্মারক সমঝোতা চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়। ●

In addition to visiting Harryda Municipal Adult Education Centre the delegation from Kumudini also visited science centre, old home, training centre for the disabled, home for the critically ill (Hospice) etc. The delegation observed that the Swedish Government provides immense humanitarian services to the citizen. The social welfare department of the country is very powerful and takes a lot of care of the poor citizen.

The members of the delegation also took part in a number of seminar and symposium. The leader of the delegation highlighted the activities of Kumudini. Slide show on the activities was also presented. They also participated in question-answer session.

At the end of the visit, continuation of cooperation between Harryda and KWT in health, education and cultural affairs was stressed upon. This was followed by signing of an MoU. ●

ভারতেশ্বরী হোমসের বার্ষিক 'সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহে' পুরস্কার বিতরণ

Prize Distribution Ceremony at the End of Annual Literary & Cultural Week at Bharateswari Homes

*(**L**) Mrs. Tasmima Hossain, the editor in-charge of the daily 'Ittefaq' distributing prizes among the students participating in the annual literary & cultural week at Bharateswari Homes. (**R**) Winners posing.*

গত ১ অক্টোবর ভারতেশ্বরী হোমসের বার্ষিক 'সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহ'- এ ছাত্রীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাক্ষিক 'অনন্যা' পত্রিকার সম্পাদক ও দৈনিক ইত্তেফাক এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক তাসমিমা হোসেন।

প্রধান অতিথি ভারতেশ্বরী হোমসের মাঠে পৌঁছালে ছাত্রীদের একটি চৌকস দল তাঁকে গার্ড অব অনার প্রদান করে। এরপর পরিবেশিত হয় একটি দৃষ্টিনন্দন ডিসপ্লে।

সন্ধ্যায় পি পি এম হলে অনুষ্ঠিত হয় ছাত্রীদের বার্ষিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। ছাত্রীরা প্রধান অতিথি নারী আন্দোলনের সাহসী নেত্রী বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকা ইত্তেফাকের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক তাসমিমা হোসেনকে পেয়ে আনন্দিত ও অনুপ্রাণিত হয়। মোট ১১৮ শিক্ষার্থীর হাতে পুরস্কার তুলে দিয়ে তিনি নিজেও আনন্দিত।

প্রধান অতিথি পুরস্কার প্রাপ্তসহ সকল ছাত্রীর উদ্দেশ্যে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, তোমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান যে মহান দানবীর রণদা প্রসাদ সাহার প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা করতে পারছো। নারী শিক্ষার জন্য যে প্রতিষ্ঠানটি চল্লিশের দশকে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আজও তার সুনাম অক্ষুণ্ন রয়েছে। তিনি তাঁর স্মৃতিচারণায় আরো বলেন যে, 'আমার ছোট বোনেরা যখন এখানে পড়াশুনা করতো, সেই ষাটের দশকে তখন আমি নিয়মিত এখানে আসতাম। নারী শিক্ষা ও নারী জাগরণের অন্যতম সেরা প্রতিষ্ঠান ভারতেশ্বরী হোমসের নিয়ম-শৃঙ্খলা আর শিক্ষার মান দেখে আমি মুগ্ধ ও অভিভূত হতাম।' কোমলমতি ছাত্রীদের তিনি আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'তোমরা এখানে অধ্যয়ন করে মানুষের মতো মানুষ হতে পারবে।'

Prizes were distributed among the students of Bharateswari Homes at the end of Annual Literary & Cultural Week on 1 October 2016. Mrs Tasmima Hossain the editor of the fortnightly paper 'Ananya' and editor in charge of daily `Ittefaq' was the chief guest on the occasion.

On arrival the chief guest was presented a guard of honour by a smartly turned out contingent comprising of students of Bharateswari Homes. This was followed by a physical display by the students.

In the evening the prize distribution ceremony of annual literary & cultural week was held at the PPM Hall. The students were delighted to have in their midst Mrs Tasmima Hossain a prominent leader of women's movement and the editor of the widely circulated daily Ittefaq. The chief guest was happy to handover the prizes to the winners.

The chief guest congratulated the prize winners and spoke a few words. She reminded the students of their good luck on being able to study in an institution set up by the great philanthropist Ranada Prasad Shaha. The institution being set up in the 1940s is still functioning with repute. While reminiscing her childhood she said that she often used to visit Bharateswari Homes in the 1960s as her younger sister used to study here. She used to be amazed by the discipline and the standard of education being maintained at Bharateswari Homes. She told the students that studying in this institution would make them a complete human being.

তাঁর সফর সঙ্গী বিশিষ্ট কবি সাংবাদিক হাসান হাফিজ নিজের অনুভূতি প্রকাশ করেন এভাবে, 'মানবিক ও সেবামূলক কর্মযজ্ঞের এই মহান প্রতিষ্ঠান কুমুদিনীতে আসতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

এর আগে সকাল দশটায় প্রধান অতিথি তাসমিমা হোসেন কুমুদিনী চত্বরে পৌঁছালে কুমুদিনী মিউজিয়ামে তাঁকে স্বাগত জানান কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাজীব প্রসাদ সাহা, পরিচালক শ্রীমতী সাহা ও প্রতিভা মুৎসুদ্দি, ভারতেশ্বরী হোমসের অধ্যক্ষা ও শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ। এরপর তিনি শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার সকল প্রতিষ্ঠান ঘুরে ঘুরে দেখেন। ●

The chief guest was accompanied by renowned poet and journalist Hasan Hafiz who considered himself very privileged to have visited Kumudini complex.

Earlier on arrival at 10 in the morning, Managing Director of KWT Mr Rajiv Prasad Shaha, Director Mrs Srimati Shaha, Director Ms Protiva Mutsuddy, the Principal and teachers of Bharateswari Homes received the chief guest at the Kumudini Museum. The chief guest went round the complex and saw for herself the institutions providing education and health services. ●

ভারতেশ্বরী হোমসের ছাত্রীদের জঙ্গীবাদবিরোধী সমাবেশ

সাম্প্রতিককালে দেশের একাধিক স্থানে বেশ কয়েকটি জঙ্গী হামলার ঘটনায় বিপথগামী কতিপয় শিক্ষার্থী জড়িয়ে পড়ে। এর প্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় জঙ্গীবাদের উত্থান প্রতিরোধে সমাবেশসহ কিছু কর্মসূচির উদ্যোগ নেয়। মন্ত্রণালয়ের এ উদ্যোগের প্রতি সাড়া দিয়ে দেশের প্রায় ৩৬ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঐক্যবদ্ধ হয়।

গত ৩ সেপ্টেম্বর বেলা ১১টায় দেশের অন্যতম নারী শিক্ষা বিদ্যাপীঠ ভারতেশ্বরী হোমসের শিক্ষার্থীরা তাদের প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গণে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগের প্রতি সাড়া দিয়ে ছাত্রী সমাবেশের আয়োজন করেন। এই সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন হোমসের ৮শ' ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থী। তারা এই সমাবেশের মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদকে ঘৃণা ও এর প্রতিরোধে একযোগে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। ●

Students of Bharateswari Homes in Anti-Terrorism Gathering

Some misguided students from different educational institutions in the country have got themselves involved in terrorist activities in the recent past. In view of that the ministry of Education took initiative in combating the rise of militancy through organizing ant - terrorism gathering. Around 36 thousand educational institutions from all over the country participated in this initiative.

Students of Bharateswari Homes organized a gathering at the premises of their institution to protest and raise awareness against the militant activities. The gathering was participated by about 800 students and teachers of the Homes. Through the gathering the students expressed their hatred and reaffirmed their commitment to stand against terrorism. ●

Anti-terrorism gathering at Bharateswari Homes.

কুমুদিনী হাসপাতালের রোগীদের জন্য অস্ট্রেলীয় রোটারি ক্লাবের উপহার

অস্ট্রেলিয়ার তাসমানিয়া প্রদেশের নর্থ হোবার্ট রোটারি ক্লাবের পক্ষ থেকে ২০১৬ সালে কুমুদিনী হাসপাতালের রোগীদের জন্য বেড, ম্যাট্রেস ও আনুষঙ্গিক সামগ্রী উপহার হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। ইতিপূর্বে সংস্থাটি ২০১৩ ও ২০১৫ সালে দুই দফায় অনুরূপ সামগ্রী উপহার দিয়েছিল।

Beds including hospital equipments donated to Kumudini Hospital by Rotary Club of North Hobert in Australia are being formally handed over by Rotary Club of Dhaka West.

গত ২১ অক্টোবর ঢাকা পশ্চিম রোটারি ক্লাব (রোটারি ডিস্ট্রিক্ট ৩২৮১) এর সাবেক ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর রোটারিয়ান এসএএম শওকত হোসেন আনুষ্ঠানিকভাবে মির্জাপুরে কুমুদিনী হাসপাতালের পরিচালক ডা. দুলাল চন্দ্র পোদ্দারের নিকট উপহারের সর্বশেষ চালানটি হস্তান্তর করেন। এর মধ্যে ছিল বেড ১৫৩টি, ম্যাট্রেস ১২১টি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সামগ্রী। ঢাকা পশ্চিম রোটারি ক্লাব (রোটারি ডিস্ট্রিক্ট ৩২৮১) উক্ত অনুষ্ঠানের সমন্বয়ের কাজটি সম্পাদন করে। ●

Rotary Clubs of Australia Donates Bed to Kumudini Hospital

A consignment of beds, mattresses and other hospital equipment donated by Rotary Club of North Hobert, Australia was received at Kumudini Hospital. Similar consignments were also received in 2013 and 2015.

The latest consignment of gifts was handed over to the Director of Kumudini Hospital Dr Dulal Chandra Podder on 21 October 2016 by former District Governor Rotarian SAM Showkat Hossain on behalf of Rotary Club of Dhaka West (Rotary District 3281). The gifts included 153 beds, 121 mattresses and other equipment. The programme was coordinated by Rotary Club of Dhaka West (Rotary District 3281). ●

কুমুদিনীর পুকুরে রুই জাতীয় মাছের পোনা অবমুক্ত

টাঙ্গাইলের মির্জাপুর কুমুদিনী কমপ্লেক্সের বিভিন্ন পুকুরে গত ৪ সেপ্টেম্বর রুই জাতীয় মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়েছে। অবমুক্ত করেন কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের পরিচালক প্রতিভা মুৎসুদ্দি।

মৎস্য অধিদপ্তরের অধীনে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেটের আওতায় এ মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়।

Fish fry being released in the ponds of Kumudini Complex at Mirzapur.

এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মোজাহিদুল ইসলাম মনির, উপসহকারী প্রকৌশলী মো. আব্দুস সালাম, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. আরিফুর রহমান প্রমুখ। উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা আহসান হাবিব খান বলেন, রাজস্ব বাজেটের আওতায় কুমুদিনী কমপ্লেক্সের বিভিন্ন পুকুরে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রুই জাতীয় মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়েছে। ●

Carp Fish Fry Released in Kumudini Pond

Carp fish fry had been released in the different ponds located at Kumudini Complex, Mirzapur. Director of Kumudini Welfare Trust Ms Protiva Mutsuddy inaugurated the fry release programme on 4 September 2016.

The fish fry release was carried out from the 2016-17 revenue budget of Fisheries Directorate.

Those present on the occasion were Vice Chairman of the Upazila Porishod Mozahidul Islam Monir, Sub Assistant Engineer Md Abdus Salam, Upazila Agricultural Officer Md Arifur Rahman and others. Upazila Senior Fisheries Officer Ahsan Habib Khan said that under the revenue budget a handsome amount of fish fry had been released in the different ponds of Kumudini Complex this year. ●

কুমুদিনীতে শারাদোৎসব উদ্‌যাপিত

Durga Puja Celebrated at Kumudini

'Prasad' is being distributed among the devotees in the festival.

প্রতি বছরের মতো এবারও মির্জাপুরে কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা দানবীর রণদা প্রসাদ সাহার পৈতৃক বাড়ির রণদা পূজা মন্ডপে আনন্দমুখর পরিবেশে শারদীয় দুর্গা পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এ উপলক্ষে উৎসবের পাঁচ দিন অর্থাৎ ৭ থেকে ১১ অক্টোবর ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানাদি ছাড়াও বিশেষ করে সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। বিপুলসংখ্যক দর্শণার্থীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানের দিনগুলিতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ভক্তিমূলক গান, নৃত্য, আরতি ও নৃত্যনাট্য পরিবেশন করে ভারতেশ্বরী হোমসের ছাত্রীবৃন্দ। মূলত সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী এই তিন দিন ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

উৎসবে দিনগুলিতে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও দেশী-বিদেশী অতিথিবৃন্দসহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সমাগম ঘটে। রণদা পূজা মন্ডপ পরিদর্শনে আসেন টাঙ্গাইল-৭ আসনের সংসদ সদস্য আলহাজ্ব মো. একাব্বর হোসেন, পৌরসভার মেয়র মো. সাহাদাত হোসেন সুমন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. মাসুম আহমেদ, সহকারি কমিশনার (ভূমি) রুমানা ইয়াসমিন, ভারতীয় হাইকমিশনের প্রতিনিধিদল, রাজউকের চেয়ারম্যান, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদল, এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী, টাঙ্গাইল জেলা প্রশাসক মো. মাহবুব হোসেন, পুলিশ সুপার মাহবুব আলম, ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আব্দুল জলিল, বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মো. নজরুল ইসলাম খান, বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অব:) মাহমুদুল হাসান, জাসাসের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি ফিরোজ হায়দার খান ও কোষাধ্যক্ষ শরিফুল ইসলাম প্রমুখ। কুমুদিনীর ঐতিহ্য অনুযায়ী পূজা উপলক্ষে ভক্তবৃন্দের জন্য ভোজের আয়োজন করাসহ দীনদরিদ্র মানুষের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

১১ অক্টোবর সূর্যাস্তের পর লৌহজং নদীতে প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে পাঁচদিনব্যাপী শারদীয় দুর্গা পূজার পরিসমাপ্তি ঘটে। ●

As in the previous years, holy Duga Puja was celebrated with a lot of enthusiasm at the Puja Mandab set up in the premises of the parental home of R P Shaha at Kumudini Complex, Mirzapur.

In addition to performance of the religious rituals from 7 to 11 October cultural programmes were arranged in every evening. In presence of a huge number of spectators the students of Bharateswari Homes presented songs, dance, recitation etc. The main cultural programmes were held on the 7th, 8th and 9th lunar day of the Puja festival.

As in the preceding years there were a huge number of visitors from home and abroad who came to celebrate the Puja festival. Those who came to visit the Puja celebration included MP from Tangail-7 Alhajj Md Akabbar Hossain, Municipality Mayor Md Shadat Hossain Sumon, Upazila Nirbahi Officer Md Masum Ahmed, Assistant Commissioner (Land) Rumana Islam, represtatives of Indian High Commission and dignitaries of the political and civil society.

As per the traditions of Kumudini the visitors were provided with meal. Cloths were distributed among the poor and needy.

The Durga Puja celebration came to an end with the immersion of the idol in the Lauhajang river after sunset on 11 October. ●

কুমুদিনীতে বড়দিনের অনুষ্ঠান

বড়দিন উপলক্ষে কুমুদিনীর খ্রিস্টান সম্প্রদায় বরাবরের মতো এবারও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে দিবসটি উদ্‌যাপন করেছেন। প্রতিষ্ঠানটির মির্জাপুর কমপ্লেক্সে অবস্থিত গির্জায় এদিন প্রভাতে বিশেষ প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়। প্রার্থনাসভা পরিচালনা করেন ফাদার ফ্রাঙ্ক কুইনলিভান সিএসসি (Father Frank Quinlivan csc). প্রার্থনার পর অনুষ্ঠিত হয় ধর্মীয় গান ও কীর্তণ।

Birth of Jesus Christ (Photo collected from internet)

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কুমুদিনী নার্সিং স্কুল ও নার্সিং কলেজের প্রিন্সিপাল সিস্টার রীনা ক্রুজ, ভাইস প্রিন্সিপাল শেফালী সরকার ও কুমুদিনী হাসপাতালের মেট্রন দিপালী পেরেরা।

এদিন কুমুদিনী নার্সিং স্কুল ও নার্সিং কলেজের ছাত্রী ও শিক্ষকদের বড়দিনের কেক উপহার দিয়ে শুভেচ্ছা জানান কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাজীব প্রসাদ সাহা এবং পরিচালক শ্রীমতী সাহা ও প্রতিভা মুৎসুদ্দি।

বড়দিন উপলক্ষে কুমুদিনী হাসপাতালের রোগীদের মধ্যে উৎসব খাবার পরিবেশন করা হয়। উল্লেখ্য, দানবীর রণদা প্রসাদ সাহার কন্যা ও কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিসেস জয়াপতির মৃত্যুজনিত শোকাবহ ঘটনার প্রেক্ষিতে কুমুদিনীর খ্রিস্টান সম্প্রদায় তাদের অনুষ্ঠানকে অন্য বছরের তুলনায় সংক্ষিপ্ত করেন। মিসেস পতি গত ৯ ডিসেম্বর লন্ডনের একটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। ●

Christmas Celebration at Kumudini

As in the previous years the Christian community of Kumudini celebrated Christmas Day with due solemnity and religious fervour. Special prayer was offered in the morning at the Church in Kumudini Complex, Mirzapur. The prayer meeting was conducted by Father Frank Quinlivan csc. This was followed by religious song and hymn.

Those present at function included Principal of Kumudini Nursing School & College Sister Rina Cruze, Vice Principal Shefali Sarker, Matron Dipali Perrara of Kumudini Hospital.

MD KWT Rajiv Prasad Shaha, Directors Srimati Shaha and Ms Protiva Mutsuddy greeted the students and teachers of Kumudini Nursing School & College and presented them a Christmas cake.

On the occasion of Christmas Day the patients at Kumudini Hospital were provided with improved diet. The members of the Christian community had this year cut short the Christmas Day programme in honour of Mrs Joya Pati who had recently passed away. Mrs Pati passed away at a hospital in London on 9 December 2016. ●

কুমুদিনী নার্সিং স্কুল ও কলেজের শিরাবরণ অনুষ্ঠান

গত ৮ সেপ্টেম্বর বিকাল ৫ ঘটিকায় কুমুদিনী কমপ্লেক্সের আনন্দ নিকেতনে কুমুদিনী নার্সিং স্কুল ও কলেজের ছাত্রীদের শিরাবরণ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের পরিচালক শ্রীমতী সাহা।

Capping Ceremony at Kumudini Nursing School & College

The Capping Ceremony of the students of Nursing School & College was held on 8 September at 5:00 in the evening at the Ananda Niketan Hall of Kumudini Complex, Mirzapur. Director KWT Mrs Srimati Shaha was the chief guest on the occasion.

Mrs Srimati Shaha, Director of KWT, capping student nurses.

অনুষ্ঠানে শিরাবরণ করা হয় ডিপ্লোমা ইন নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কোর্সের ৫৮ জন, বি.এস.সি. ইন নার্সিং এর ৩৭ জন এবং জুনিয়র মিডওয়াইফারি এর ২০ জনসহ মোট ১১৫ ছাত্রীকে। শিরাবরণ প্রদান করেন প্রধান অতিথি মিসেস শ্রীমতী সাহা।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ছিল একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন নার্সিং স্কুল এন্ড কলেজের প্রিন্সিপাল সিস্টার রীনা ক্রুজ। শিরাবরণধারী ছাত্রীরা জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে আধুনিক নার্সিং এর জনক ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের শপথ বাণী পাঠ করেন। শপথ পাঠ করান কলেজের উপাধ্যক্ষা শেফালী সরকার।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের পরিচালক প্রতিভা মুৎসুদ্দিসহ কুমুদিনী কমপ্লেক্সের সকল শিক্ষা ও সেবা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ও কর্মকর্তাবৃন্দ। ●

The ceremony was held for a total of 115 students. This included 58 students from Diploma in Nursing & Midwifery, 37 students from B Sc in Nursing and 20 students from Junior Midwifery course. The Capping was done by Mrs Srimati Shaha.

The 2nd phase of the programme included an entertaining cultural show.

At the programme the welcome address was delivered by Principal of Nursing School & College Sister Rina Cruze. The capped students took their oath with lighted candles in their hands following the tradition set by pioneer of modern nursing Florence Nightingale. The oath was administered by the Vice Principal of the College Shefali Sarker.

The programme was attended by Director KWT Ms Protiva Mutsuddy, Principals of educational institutions and heads of welfare organizations and other officers of KWT ●

কেপিএল এর নতুন ওষুধ

কুমুদিনী ফার্মা লি. (কেপিএল) সম্প্রতি 'ওকোরাল' নামে ট্যাবলেট আকারে ভিটামিন 'ডি' সমৃদ্ধ একটি কোরাল ক্যালসিয়াম ওষুধ বাজারজাত করেছে। ক্যালসিয়াম (প্রবাল) ৫০০ মি.গ্রা. প্লাস ভিটামিন ডি৩, ২০০ আইইউ জেনেরিক নামের এই ওষুধটির মোট ৩০টি ট্যাবলেটের প্রতি বাক্সের খুচরা মূল্য ৩০০ টাকা।

অস্টিওপরোসিস, অস্টিওম্যালেসিয়া, রিকেট, টিটেনি (কব্জি বা গোড়ালির সন্ধির সংকোচন লক্ষণ), প্যারাথাইরয়েড রোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ওষুধটি ব্যবহার উপযোগী। হাড় ও দন্তস্বাস্থ্য রক্ষায় ঔষধটি বেশ ফলপ্রসূ। ●

New Medicine Ocoral Marked by KPL

Kumudini Pharma Ltd (KPL) had recently launched `Ocoral', a coral calcium medicine enriched with vitamin `D'. Its generic name is `Calcium (coral source) 500 mg+Vitamin D3 200 IU'. The medicine is available in boxes of 30 tablets each, the retail price being Tk. 300.

Ocoral is effective against osteoporosis, osteomalacia, rickets, tetany (wrist and ankle contraction), parathyroid disease etc. The medicine is also effective for bone and dental health. ●

Ocoral : A new product of KPL

Kumudini CARES

কুমুদিনী হাসপাতাল
চিকিৎসা পরিসংখ্যান
সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৬

টিকাদান কর্মসূচি

	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
পোলিও	২৪৩	৩৪১	৩১৯	৩১৬
টিটি	১২৩	১৬২	১৯০	৮০
মিজেলস	নাই	নাই	নাই	নাই
বিসিজি	১৫২	১৫৭	১৩৯	১১২
রোবেলা	১৪৪	১৬৯	১৭৭	৭৮
ভিটা এ ক্যাপ	নাই	নাই	নাই	নাই
প্যান্টাভ্যালেন্ট	২৪৩	৩৪১	৩১৯	৩১৬
পিসিভি	২৩৫	৩৩৮	৩০৭	৩০৭
আই পি ভি	নাই	নাই	নাই	নাই

হাসপাতালে ভর্তিকৃত রোগী

	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
ভর্তি	৩৪৩৯	৪১১০	৩৮৯৪	৩৫৪৩

বহির্বিভাগে মোট রোগী

	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
ভর্তি	১৯২৭৩	২৪৫৩২	২১৯৬২	২১৩০৬

হাসপাতালে মৃত্যু

	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
মৃত্যু	৭৮	৬৪	৫৮	৯১

অস্ত্রোপচার
সার্জারী

	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
মেজর	৫১	৫৮	৫৭	৪৩
সেমি মেজর	৫৬	৬৩	৪৯	৫২
মাইনর	৪৩০	৫০৬	৪৬৮	৩৮৭

অর্থোপেডিক্স

	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
মেজর	২৭	৩৪	৩৫	৪০
সেমি মেজর	৩৯	৪৮	২৪	৫৯
মাইনর	৩৫২	৪৫৯	৪২২	৪৮০

নাক, কান, গলা

	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
মেজর	২৩	৪০	৩৮	৩৯
মাইনর	৭	১০	৪	৪

গাইনি

	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
মেজর	২৪	৫১	৫৭	১৯
সেমি মেজর	৪২	৩৯	৪৪	৩৭
মাইনর	২	২	১৬	৫

অবসটেট্রিক্স

	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
মেজর	১৮০	২০১	২০৭	১৫৭
স্বাভাবিক	৯৮	১০২	১১৪	১১৮

চক্ষু

চক্ষু অপারেশন	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
মেজর	১৬১	৪৭৬	৪১৮	২৬৩

দন্ত

অপারেশন দন্ত	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
মেজর	৭৫	১১০	১৫০	১২২
মাইনর	৭	৪	৪	৪

মাইনর অপারেশন বহির্বিভাগ	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
	২০৭	২২৬	২৭৫	২৬০

চক্ষু শিবির

ঠিকানা	মাস/তারিখ	পুরুষ	মহিলা	মোট
মধুপুর, টাঙ্গাইল	১৫/৯/২০১৬	২১	১৮	৩৯
ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ	৮/১০/২০১৬	১২৬	৭৫	২০১
মধুপুর, টাঙ্গাইল	১৫/১০/২০১৬	১২৫	১৫১	২৭৬
ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ	১/১১/২০১৬	১৮০	১৬০	৩৪০
মধুপুর, টাঙ্গাইল	১৫/১১/২০১৬	১১১	১৩৮	২৪৩
ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ	৭/১২/২০১৬	১২৬	৯৪	২২০
মধুপুর, টাঙ্গাইল	১৫/১২/২০১৬	১০১	৮৮	১৮৯
গাড়ো পাহাড় মধুপুর, টাঙ্গাইল	২৪/১২/২০১৬	২৮	২২	৫০
নেত্রকোনা	৩১/১২/২০১৬	৭৪	৭৭	১৫১

Kumudini Hospital
Treatment Statistics
September-December 2016

Vaccination Programme

--	September	October	November	December
Polio	243	341	319	316
T.T	123	162	190	80
Measles	NIL	NIL	NIL	NIL
B.C.G.	152	157	139	112
Robela	144	169	177	78
Vita-A Cap	NIL	NIL	NIL	NIL
Pantavalent	243	341	319	316
PCV	235 3	38	307	307
I P V	NIL	NIL	NIL	NIL

Patient Admitted in Hospital

--	September	October	November	December
Admission	3439	4110	3894	3543

Out Patient

--	September	October	November	December
Admission	19273	24532	21962	21306

Patient Death in Hospital

--	September	October	November	December
Death	78	64	58	91

Operation Surgery

--	September	October	November	December
Major	51	58	57	43
Semi Major	56	63	49	52
Minor	430	536	468	387

Orthopaedics

--	September	October	November	December
Major	27	34	35	40
Semi Major	39	48	24	59
Minor	352	459	422	480

E.N.T.

--	September	October	November	Decemberr
Major	23	40	38	39
Minor	7	10	4	4

Gynae

--	September	October	November	December
Major	24	51	57	19
Semi Major	42	39	44	37
Minor	2	2	16	5

Obstetrics

--	September	October	November	December
Major	180	201	207	157
Minor	98	102	114	118

Eye Camp

Eye Operation	September	October	November	December
Major	161	476	418	263

Dental

Operation Dental	September	October	November	December
Major	75	110	150	122
Minor	7	4	4	4

Minor Operation	September	October	November	December
Out Patient	207	226	275	260

Eye Camp

Address	Month/Date	Male	Female	Total
Modhupur, Tangail	15/9/2016	21	18	39
Fulbaria, Mymensingh	8/10/2016	126	75	201
Modhupur, Tangail	15/10/2016	125	151	276
Fulbaria, Mymensingh	1/11/2016	180	160	340
Modhupur, Tangail	15/11/2016	111	138	243
Fulbaria, Mymensingh	7/12/2016	126	94	220
Modhupur, Tangail	15/12/2016	101	88	189
Garo Pahar Modhupur, Tangail	24/12/2016	28	22	50
Netrakona	31/12/2016	74	77	151

Published by Kumudini Welfare Trust of Bengal (BD) Ltd. 86, Sirajuddowla Road, Khanpur, Narayanganj, Bangladesh. Tel: 7633545, 7635030, 7635051, 7635052, Fax: 880-2-7635024
e-mail: kumudini@dandylink.com, kwtdhaka@kumudini.org.bd, website : www.kumudini.org.bd